মানবাধিকার
ও সামাজিক
ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায়
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

প্রশিক্ষণ ফ্লিপ চার্ট

গ্রাম আদালত

Training Flip Chart on Village Court

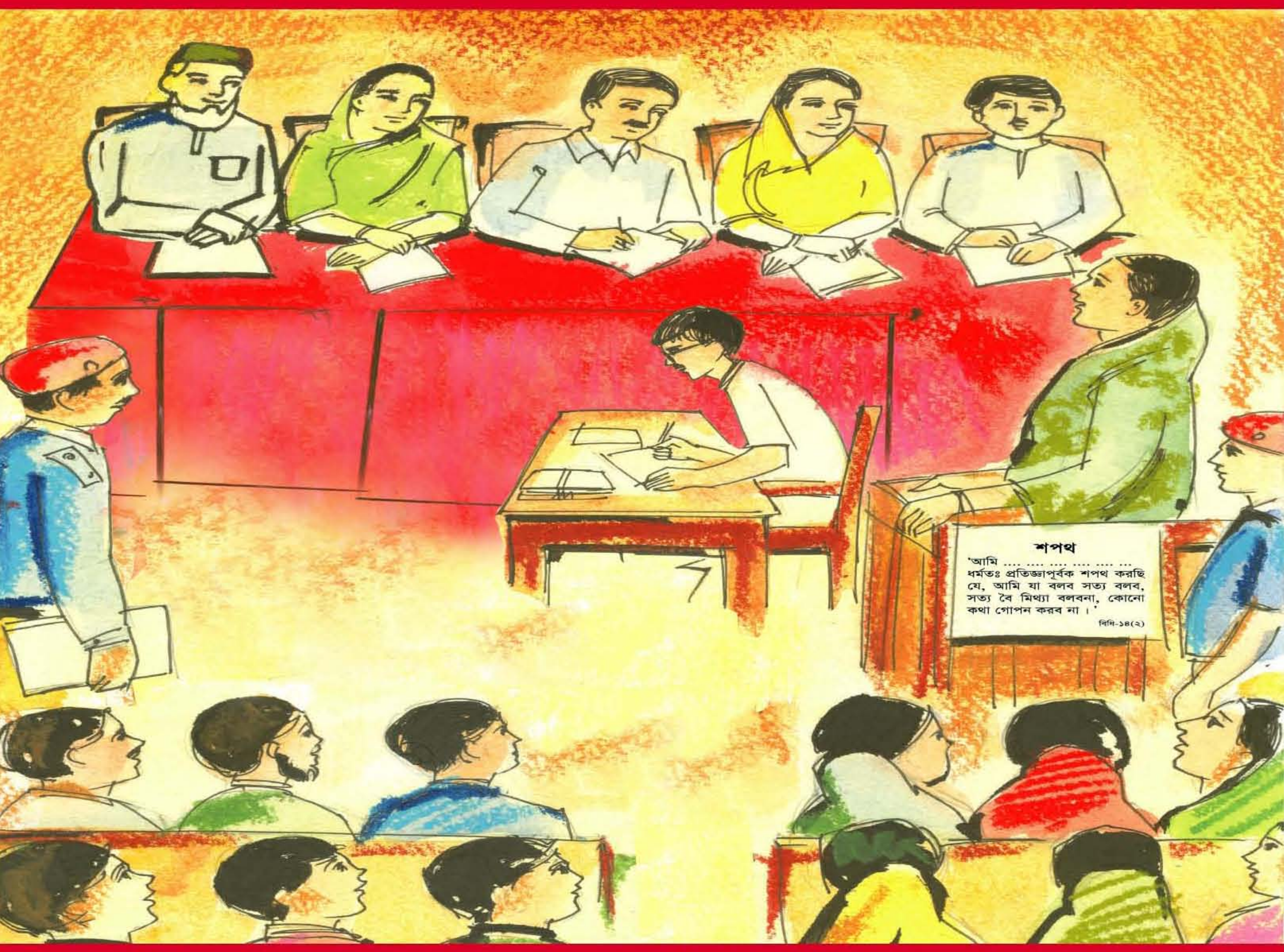

EUROPEAN UNION

UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রশিক্ষণ ফ্লিপ চার্ট

গ্রাম আদালত

Training Flip Chart on Village Court

সূচি

পর্ব-এক

প্রশিক্ষণের নিয়মনীতি ১
গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ২
প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ৩
প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ৪
আইন ও আদালত ৫
বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ও গ্রাম আদালত ৬
অধঃস্তন আদালত ৭
বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার কিছু তথ্য ৮
গ্রাম আদালতের শক্তিসমূহ ৯
বিচার ও সামাজিক বিচার ১০
মানবাধিকার ১১
মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের করণীয় ১২
জেন্ডার কী? জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য ১৩
গ্রাম আদালত পরিচালনায় জেন্ডার ধারণা কেন গুরুত্বপূর্ণ ১৪
সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান ১৫
নারীর বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ১৭
গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিবেচনাসমূহ ১৮
নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা কেন জরুরি ১৯
গ্রাম আদালতে নারীর জন্য প্রতিবিধান ২০
গ্রাম আদালতে নারীর বিচারের সুযোগ সৃষ্টিতে করণীয় ২১

পর্ব-দুই

মূল্যবোধ কী ও এর উদাহরণ ২২
গ্রাম আদালতের বিচারকদের বিচারিক মূল্যবোধ ২৩
গ্রাম আদালত কী, কেন এবং শিরোনাম ২৪
গ্রাম আদালতের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ ২৫
আবেদনে কী কী তথ্য থাকতে হবে? ২৬
কী কী কারণে আবেদন নাকচ করা যাবে? ২৭
গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও ক্ষমতা ২৮
ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধ ২৯
গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা ৩০
গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য দেওয়ানী বিরোধসমূহ ৩৮

পর্ব-তিন

মামলা রেজিস্ট্রারভুক্তকরণ ৩৯
গ্রাম আদালত গঠন ও প্রতিনিধি মনোনয়ন ৪০
প্রতিবাদীর আপত্তি দাখিল ও শুনানী ৪১
গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া ৪২
গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশলসমূহ ৪৩
গ্রাম আদালতে আপীল, জরিমানা, পুনর্বিচার ৪৪
গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ৪৫
গ্রাম আদালতে ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা ৪৬
গ্রাম আদালতে ব্যবহৃত ফরম ও ফরম্যাটসমূহ ৪৭
গ্রাম আদালতে ব্যবহৃত অন্যান্য ফরম ও ফরম্যাট ৪৮
আদেশনামা: নমুনা আদেশ বিবরণী ৪৯
সালিশির আইনগত ভিত্তি ৫৪
সালিশির ধাপসমূহ ৫৫
সালিশি পরিষদ ও এর গঠন ৫৬
সিবিও কী, কেন এবং এর উদ্দেশ্য ৫৭
সিবিও কার্যক্রম, দায়িত্ব ও করণীয় ৫৮
গ্রাম আদালত কার্যকর করতে ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিবের দায়িত্ব এবং করণীয় ৫৯

EUROPEAN UNION

UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রশিক্ষণের নিয়মনীতি

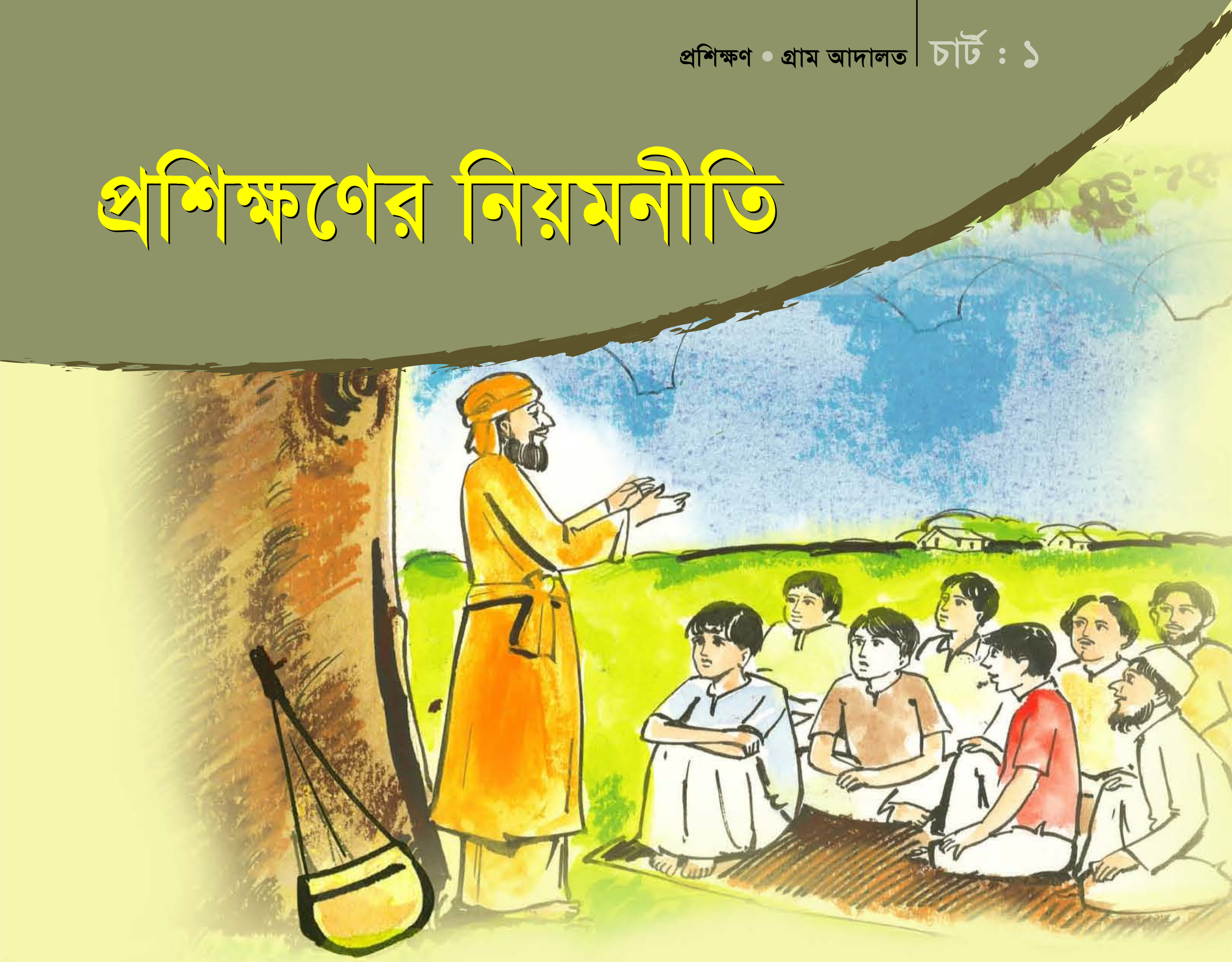

- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য জানব, প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেব এবং প্রশিক্ষণ সফল করতে সকল প্রকার সহায়তা করব
- পাশাপাশি কথা বলব না
- আলোচনায় অংশগ্রহণ করব এবং মনোযোগী হব
- অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব
- একসাথে একজনের বেশি বাইরে যাব না
- কোনো বিষয় বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করব
- অধিবেশন চলাকালে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখব
- সময় মেনে চলব

EUROPEAN UNION

UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

সামগ্রিক উদ্দেশ্য

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মচারী ও সমাজভিত্তিক সংগঠনের (সিবিও) সদস্যদের গ্রাম আদালত পরিচালনার উপর দক্ষতা সৃষ্টি করা ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ...

- স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন, গ্রাম আদালতের প্রয়োজনীয়তা ও সক্ষমতা সম্পর্কে জানবেন এবং সামাজিক ন্যায্যতা, মানবাধিকার, সুশাসন, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা লাভ করবেন ।
- গ্রাম আদালত আইন, বিধিমালা ও বিচারকার্য পরিচালনা পদ্ধতি এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের ওপর স্বচ্ছ ও কার্যকর ধারণা সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করবেন ।
- দক্ষতার সাথে গ্রাম আদালত পরিচালনা করতে পারবেন ।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য

নির্বাচিত ৫০০টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র নারী-পুরুষ, অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণের জন্য বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মানবাধিকার ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াকে উন্নত করা ।

EUROPEAN UNION

UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

নারী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করা এবং বিচারিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাঁদের দাবির প্রতি সংবেদনশীল করা, যাতে তাঁরা তাঁদের প্রতি সংঘটিত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার চাইতে পারেন

মানবাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষাকে সমুন্নত ও সংরক্ষণ করা

জনগণের ক্ষমতায়ন করা যাতে তাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেরাই দ্রুত, স্বচ্ছ ও স্বল্পব্যয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারেন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা, যাতে সেগুলো স্থানীয় চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয় এবং কার্যকর গ্রাম আদালতের মাধ্যমে জনগণকে যথাযথ বিচারিক সেবা প্রদান করতে পারে

আইন ও আদালত

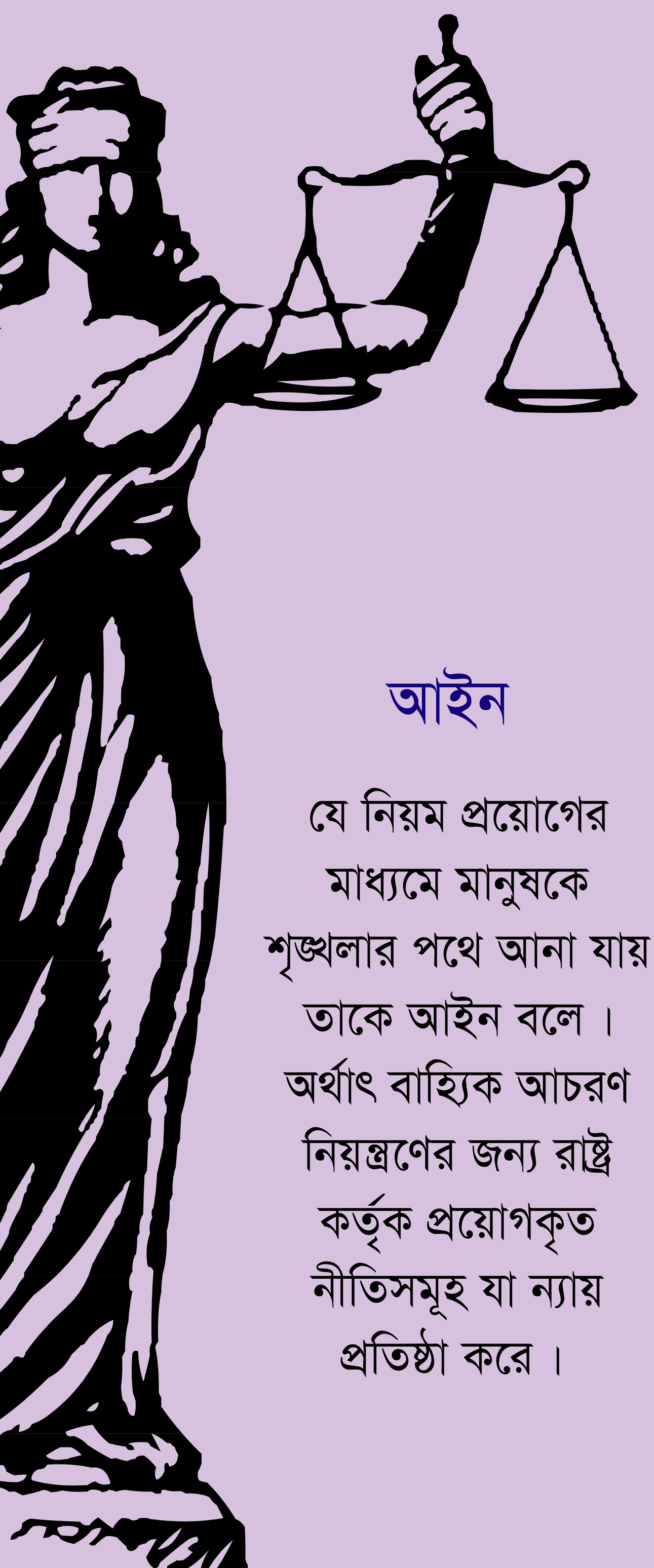

আদালত

যেখানে রাষ্ট্র স্বীকৃত বিচার কার্য পরিচালনা করা হয় তাকে আদালত বলে ।

বিচার বিভাগের দুটি স্তর–
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অধঃস্তন আদালত ।

আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ মিলে হলো-
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী আদালত মিলে হলো
অধঃস্তন আদালত ।

আইন

যে নিয়ম প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে শৃঙ্খলার পথে আনা যায় তাকে আইন বলে । অর্থাৎ বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগকৃত নীতিসমূহ যা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে ।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ও গ্রাম আদালত

EUROPEAN UNION

UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

অধঃস্তন আদালত

দেওয়ানী আদালত ৫ স্তরবিশিষ্ট

- সহকারী জজ আদালত
- সিনিয়র সহকারী জজ আদালত
- যুগ্ম জেলা জজ আদালত
- অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত ও
- জেলা জজ আদালত

ফৌজদারী আদালত দু'ধরনের

- দায়রা আদালত ও
- ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

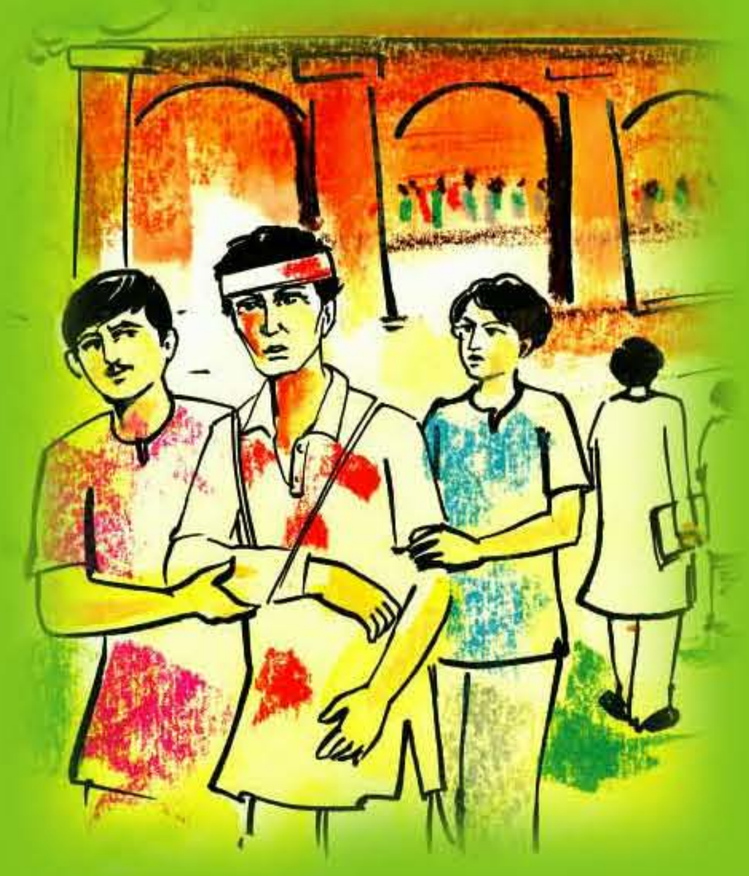

ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দু'ধরনের

- জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও
- নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত রয়েছে

ইউনিয়ন পর্যায়ে রয়েছে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা। এর দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা বিচারের ক্ষমতা রয়েছে

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

বাংলাদেশের অনিষ্পন্ন মামলার কিছু তথ্য

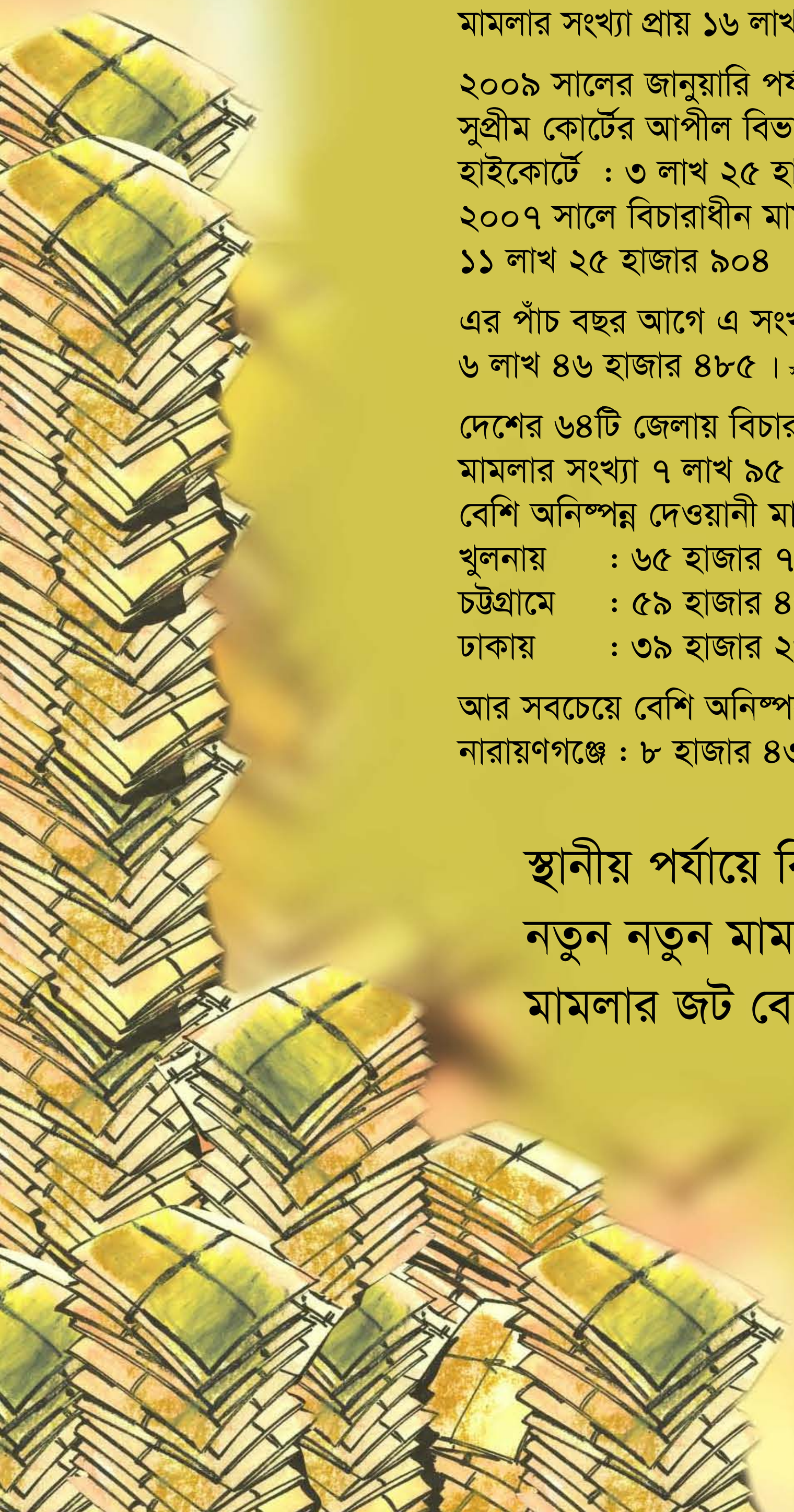

২০১১ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের আদালতসমূহে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ । সূত্রঃ The Daily Star, 17 July 2011

সুপ্রীম কোর্টের তথ্যমতে ২০১০ সালে অধঃস্তন আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা প্রায় ১৬ লাখ । সূত্রঃ The Daily Star, 20 December 2010

২০০৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা :
সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে : ৫২৬০টি
হাইকোর্টে : ৩ লাখ ২৫ হাজার ৫৭১টি
২০০৭ সালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা :
১১ লাখ ২৫ হাজার ৯০৪

এর পাঁচ বছর আগে এ সংখ্যা ছিল :
৬ লাখ ৪৬ হাজার ৪৮৫ । সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১

দেশের ৬৪টি জেলায় বিচারাধীন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সংখ্যা ৭ লাখ ৯৫ হাজার ৭৩টি । এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনিষ্পন্ন দেওয়ানী মামলার সংখ্যা হলো–

খুলনায় : ৬৫ হাজার ৭৯২টি
চট্টগ্রামে : ৫৯ হাজার ৪৬৫টি
ঢাকায় : ৩৯ হাজার ২৩৯টি

আর সবচেয়ে বেশি অনিষ্পন্ন ফৌজদারী মামলা হলো নারায়ণগঞ্জে : ৮ হাজার ৪৩৫টি । সূত্র : Annual Report 2007, Supreme Court of Bangladesh

স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় নতুন নতুন মামলা সৃষ্টি হচ্ছে । ফলে মামলার জট বেড়েই চলছে

EUROPEAN UNION

UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতের শক্তিসমূহ

- বিরোধীয় পক্ষের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটায়
- সাক্ষ্য প্রমাণের নৈকট্য ও পর্যাপ্ততা
- বিচারক প্যানেলে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিত্ব
- নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে আদালতের চেয়ারম্যান পরিবর্তন করা যায়
- বিরোধীয় পক্ষসমূহ এবং বিচারকগণ সবাই পরিচিত
- বিরোধীয় পক্ষসমূহ এই বিচার ব্যবস্থাকে আপন মনে করে
- নামমাত্র খরচে বিচার লাভ করা যায়
- গ্রাম আদালতে আইনজীবী নিয়োগ করা যায় না
- দ্রুত সময়ে বিরোধ নিরসন হয়
- এক বিরোধ থেকে অন্য বিরোধ সৃষ্টি হয় না
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে উভয় পক্ষের কল্যাণ বিবেচনা করা হয়
- অহেতুক অর্থ ও সময় অপচয় হয় না

বাংলাদেশে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার প্রকার

- প্রচলিত সালিশ
- ধর্মীয় ফতোয়া
- এ ডি আর
  বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি
- গ্রাম আদালত
- সালিশি পরিষদ

- ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে
- স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়া
- গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থা
- গ্রাম আদালতের তফসিলভুক্ত বিরোধসমূহ অন্য কোনো আদালতের বিচার করার এখতিয়ার নেই
- বৃহত্তর স্বার্থে বিবাদীকে অধিকতর শাস্তি তথা কারাদণ্ড প্রদানের জন্য ফৌজদারী মামলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করার বিধান রয়েছে
- সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত, ৪ঃ১, ৪ঃ০ বা ৩ঃ১ হলে আপিল করা যায় না
- আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত ক্ষতিপূরণ বা জরিমানার অর্থ প্রদান করা না হলে উর্ধ্বতন আদালতের মাধ্যমে তা আদায় করা যায়
- সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করে
- গ্রাম আদালত সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করে

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

বিচার ও সামাজিক বিচার

বিষয়	বিচার	সামাজিক বিচার (ন্যায্যতা)
ব্যবস্থা	বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা	সামাজিক ব্যবস্থা
অধিক্ষেত্র/আওতা	নির্ধারিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা	বিচার ব্যবস্থা থেকে বড়
কাঠামো	আইনি কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়	মানবাধিকার কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়
নিয়ন্ত্রণ	আইন ও আইনের উৎস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত	সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
প্রক্রিয়া	আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ	আইন ভঙ্গ হবার কারণসমূহকে সংশোধন করতে চায়
উদ্দেশ্য	বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যায় ও অপরাধ প্রতিরোধ করতে চায়	বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থা ও কাঠামোকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়
নীতি	আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান -এ নীতিকে প্রাধান্য দেয়	মানবাধিকারের নীতিসমূহ, যেমন– সাম্য, বৈষম্যহীনতা, ভেদাভেদহীনতা, অংশগ্রহণ, সর্বজনীনতা ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দেয়
বিষয়বস্তু	অপরাধীকে নিয়ে কাজ করে এবং সাজা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে	যে প্রেক্ষাপটের কারণে অপরাধ সংঘটিত হয় তাকে প্রাধান্য দেয় ও তার সংশোধন করতে চায়
প্রতিকার	অপরাধীকে শাস্তি ও ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে চায়	যে প্রেক্ষাপটের কারণে অপরাধ সংঘটিত হয় সে প্রেক্ষাপটকে সমাজ ভিত্তিক পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপন করতে চায়
বৃহত্তর লক্ষ্য	ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়	বৃহত্তর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও সামাজিক সহাবস্থান সৃষ্টির জন্য ছিন্ন সম্পর্কের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে চায়

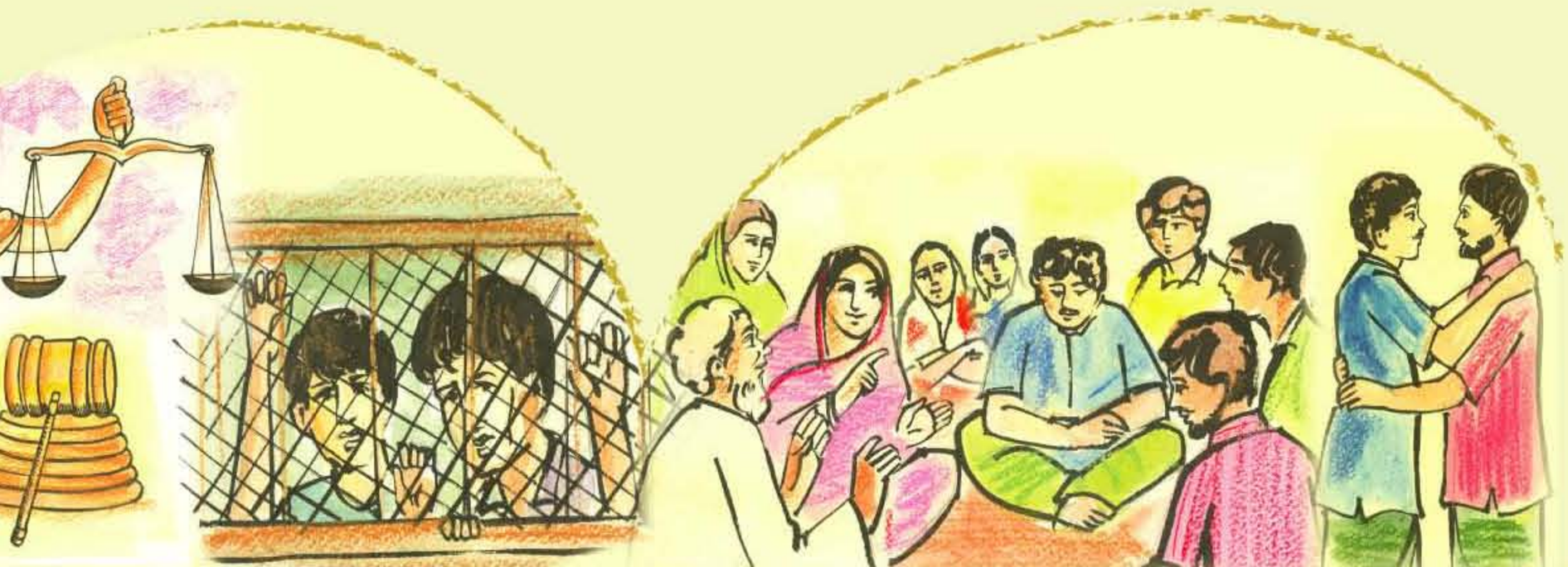

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

মানবাধিকার

মানবাধিকার কী

প্রত্যেক মানুষ তার জন্মের মুহূর্ত থেকে কিছু দাবি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যেগুলোকে বলা হয় সহজাত দাবি যা সর্বজনীন, অবিচ্ছেদ্য ও অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয় । যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি ।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের করণীয়

- প্রতিদিনের কাজে মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে;
- মানবাধিকারসমূহ চর্চা করতে হবে যাতে তা বাস্তবায়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে;
- মানবাধিকার লঙ্ঘন যেন না হয় সেজন্য স্থানীয়ভাবে জনমত ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যদি গ্রাম আদালতের অধিক্ষেত্রভুক্ত হয় তাহলে তার যথাযথ বিচারিক সেবা প্রদান করতে হবে;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা বা এর খবরকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে যাতে তা প্রতিরোধ করা যায়;
- ‘মানবাধিকার রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’ –এ শ্লোগানের মর্ম উপলব্ধি করতে হবে, গ্রাম আদালতসহ ইউনিয়ন পরিষদের দৈনন্দিন কাজে তা প্রয়োগ করতে হবে এবং শ্লোগানটি দর্শনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে;
- এ প্রশিক্ষণে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভা ও স্থানীয় বিভিন্ন সভায় আলোচনা করতে হবে ।

জেন্ডার কী? জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য

জেন্ডার কী?

ইংরেজি জেন্ডার শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো সামাজিক লিঙ্গ। এটি সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা 'নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধারণা' ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়। জেন্ডার সামাজিকভাবে সৃষ্ট ও নির্ধারিত নারী-পুরুষের সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে। জেন্ডার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবারে নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান বোঝা সম্ভব হয়। জেন্ডার হলো লিঙ্গ বা সেক্সের সামাজিক গঠন যা নারী-পুরুষের অবস্থানের গুণগত ও পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে।

জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য

সেক্স হলো নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক বিভাজন আর জেন্ডার হলো নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিকভাবে সৃষ্ট পার্থক্য।

সেক্স বা জৈব লিঙ্গ	জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ
প্রাকৃতিকভাবে তৈরি বা সৃষ্ট	সামাজিকভাবে তৈরি বা সৃষ্ট
অপরিবর্তনশীল	পরিবর্তনশীল
জন্মগত	অর্জিত বা আরোপিত
পার্থক্যমূলক	বৈষম্যমূলক
সর্বজনীন	দেশ, সমাজ ও পরিবারভেদে ভিন্ন

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত পরিচালনায় জেন্ডার ধারণা কেন গুরুত্বপূর্ণ

- আমাদের সমাজে জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। সুতরাং ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো বিকল্প নেই।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষ আইনি সেবা প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করে বেশি। উপেক্ষিত হয় নারী। বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে জেন্ডার ধারণা তাই গুরুত্বপূর্ণ।
- গ্রামীণ সমাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অন্যায়, অবিচার ও অপরাধ নারীর প্রতি সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই জেন্ডারের সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া গ্রাম আদালত কার্যকর ও অর্থবহ হবে না।
- গ্রাম আদালতে নারীর অংশগ্রহণ ও নারীদের জন্য বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করতে জেন্ডার ধারণা ও এর সঠিক প্রয়োগ অপরিহার্য।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান

অবস্থা (Condition)

ব্যক্তির জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে যা যা যুক্ত, যেমন- খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশুদ্ধ পানীয়জল, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জ্বালানি, আয়-ব্যয় ।

অবস্থান (Position)

ব্যক্তি-মর্যাদার সঙ্গে যা যা যুক্ত, যেমন– ক্ষমতা, মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ, পছন্দ-অপছন্দ, সম্পদের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার ।

অবস্থা ও অবস্থান দুটিই গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত

বিচার কার্যে নারীর অংশগ্রহণ

অবস্থান	মোট	নারী	পুরুষ
আপীল বিভাগের বিচারক *	৮	১	৭
হাই কোর্টের বিচারক *	৮৮	৪	৮৪
অধঃস্তন আদালতের বিচারক	৮২৩	১১২	৭১১
জেলা জজ	১৬৯	১৪	১৫০
সহকারী জেলা জজ	১৩৮	১০	১২৮
সহকারী এবং সিনিয়র সহকারী জজ	৩৩১	৬০	২৭১

তথ্যসূত্র: আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সেপ্টেম্বর ২০০৬

*তথ্যসূত্র: ওয়েবসাইট, সুপ্রিম কোর্ট, ৬ জুলাই ২০১১

পরবর্তী চার্টের সারণিগুলোতে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান দেখানো হয়েছে

EUROPEAN UNION

UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান

সরকারি চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ

অবস্থান	মোট	নারী	শতকরা হার
সচিব	৬২	৩	৪.৮৪%
অতিরিক্ত সচিব	১২৩	৬	৪.৯০%
যুগ্ম সচিব	৫৫৩	৪৬	৮.৩২%
উপ-সচিব	১৫৩৯	১৬০	১০.৪০%
সিনিয়র সহকারী সচিব	১৫৪০	৩১৫	২০.৪৫%
সহকারী সচিব	৮০৯	১৯৭	২৪.৩৫%

তথ্যসূত্র: ওয়েবসাইট, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ২৩ জুলাই ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ১৯৭৩-২০০৮

বছর	সাধারণ আসনসমূহে নির্বাচিত সদস্য		সংরক্ষিত আসনসমূহে নির্বাচিত নারী সদস্য
	নারী	পুরুষ	
১৯৭৩	-	৩০০	১৫
১৯৭৯	১	২৯৯	৩০
১৯৮৬	৫	২৯৫	৩০
১৯৮৮	-	-	৩০
১৯৯১	৪	২৯৬	৩০
১৯৯৬	১১	২৮৯	৩০
২০০১	৬	২৯৪	৪৫
২০০৮	২০	২৮০	৪৫

তথ্যসূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ

উপজেলা পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ২০০৯

সেক্স	চেয়ারম্যান		মেম্বার	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
নারী	২১	০.৪৭	১৩,৬৩৭	২৫.২৬
পুরুষ	৪,৪৭৭	৯৯.৫৩	৪০,৩৩৯	৭৪.৭৪
মোট	৪,৪৯৮	১০০.০	৫৩,৯৭৬	১০০.০

তথ্যসূত্র: নির্বাচন কমিশন ২০০৯ (স্থগিতকৃত নির্বাচন ২৭ উপজেলা)

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ২০০৩

সেক্স	চেয়ারম্যান		মেম্বার	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
নারী	২১	০.৪৭	১৩,৬৩৭	২৫.২৬
পুরুষ	৪,৪৭৭	৯৯.৫৩	৪০,৩৩৯	৭৪.৭৪
মোট	৪,৪৯৮	১০০.০	৫৩,৯৭৬	১০০.০

তথ্যসূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

নারীর বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

- পরিবারে নারী নিগৃহীত হলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার নারীর বিচার প্রার্থনার বিষয়কে নিরুৎসাহিত করে ।
- পরিবারে নারী নিগৃহীত হলে তার বিচার প্রার্থনার বিষয়টি পরিবারের সম্মানের জন্য স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।
- স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নিগৃহীত হলে এটিকে সামাজিকভাবে স্বামীর অধিকার হিসেবেও দেখা হয় । বলা হয় স্ত্রীকে শাসনের অধিকার স্বামীর আছে ।
- পরিবারে নারী নিগৃহীত হলে তাকে সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা হয় । নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থান বিচার প্রাপ্তির সুযোগকে সঙ্কুচিত করে ।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদাহানীর ভয়ে নারী বিচার প্রার্থনা থেকে বিরত থাকে ।
- বিচার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহ নারীর প্রতি সংবেদনশীল নয় ।
- নারীর বিচার প্রার্থনা পরিবারের মধ্যে তার জন্য নতুন সমস্যা ও বঞ্চনার সূচনা করতে পারে ।
- বিচার প্রার্থনার জন্য অপবাদ সৃষ্টি হতে পারে যা নারীকে বিচার প্রার্থনা থেকে নিরুৎসাহিত করতে পারে ।

গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিবেচনাসমূহ

- গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির পরিবেশ আছে কিনা?
- গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য এবং এলাকার নারীদের মনোনয়ন দেওয়া হয় কিনা?
- নারীর প্রতি অমানবিকতাকে কীভাবে দেখা হয়?
- নারীগণ গ্রাম আদালতের বিষয়টি জানেন কিনা?
- না জানলে তাদের জানাতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার?
- জেন্ডার-বান্ধব হিসেবে নারীদের কাছে গ্রাম আদালতের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে কিনা?
- গ্রাম আদালত পরিচালনাকারী সদস্যগণের জেন্ডার বৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর বিরুদ্ধে অমানবিকতা রোধের গুরুত্ব বিষয়ে ধারণা আছে কিনা?
- নারীর প্রতি সংঘটিত বিবেচ্য অপরাধ গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত কিনা?

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা কেন জরুরি

- পরিবারে ও সমাজে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবদান অসামান্য
- নারীর প্রতি অমানবিকতার ফলে পরিবারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়
- নারী নির্যাতন সন্তানদের সুস্থ ও স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মারাত্মক অন্তরায়
- নারীর প্রতি অমানবিকতার দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ফলাফল ভয়াবহ
- নারীর প্রতি অমানবিকতা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যার ফলে শিক্ষার হার কমে যায়
- নারীর প্রতি সংঘটিত পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য
- নারীর প্রতি সংঘটিত অমানবিকতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ না করা হলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়
- সামাজিক ন্যায্যতা সৃষ্টি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য
- নারীর প্রতি অমানবিকতা প্রতিরোধে আমরা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা ও সিডও সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

EUROPEAN UNION

UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতে নারীর জন্য প্রতিবিধান

গ্রাম আদালতে নারী যে সকল বিরোধের প্রতিকার চাইতে পারে

- কেউ আঘাত করলে, অন্যায়ভাবে আটক ও বাধাগ্রস্ত করলে
- অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করলে
- শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপমান করলে
- প্রতারণা ও অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন করলে
- শ্লীলতাহানীর উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা এ ধরনের কোনো কাজ করলে
- অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ, চুরি ও অসাধুভাবে সম্পত্তি তসরুপ করলে
- অনিষ্ট করে পঞ্চাশ টাকা বা তার অধিক ক্ষতিসাধন করলে
- দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্টসাধন করলে
- যেকোনো মূল্যের গবাদিপশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোনো পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্টসাধনের ঘটনা ঘটলে
- গবাদিপশু জব্দকল্পে বলপ্রয়োগে বাধাদান বা জোরপূর্বক উদ্ধারের ঘটনা ঘটলে
- কোনো চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোনো দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটলে
- কোনো অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা মূল্য আদায়ের ঘটনা ঘটলে
- স্থাবর সম্পত্তি এক বৎসরের মধ্যে দখল পুনরুদ্ধারের ঘটনা ঘটলে

দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ বা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/অর্থ/স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হতে হবে

গ্রাম আদালতে নারীর বিচারের সুযোগ সৃষ্টিতে করণীয়

- ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গ্রাম আদালতে নারীদের বিচারিক সেবা প্রদানের জন্য নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করা
- জেন্ডার, নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা সৃষ্টি করা
- সংশ্লিষ্ট সকল কাজে জেন্ডার বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপসহীন নীতি অবলম্বন করা
- গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট সকল কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- ইউনিয়ন পরিষদের নারী নির্যাতন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় রাখা
- নারী নির্যাতন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে নারীর প্রতি সংঘটিত ছোট ছোট নির্যাতন, যেমন– মারধর, যৌন হয়রানি ইত্যাদি বিষয়সমূহ যেন গ্রাম আদালতে বিচারের জন্য আসে
- গ্রাম আদালতে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য ও স্থানীয় নারীদের নিয়মিত বিচারক প্যানেলে মনোনয়ন দেওয়া
- নারী নির্যাতনের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতে বিচার্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধসমূহের বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা